একজন মাদকাসক্ত, একটি সমাজ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট
হারবো না...
খেলাধুলায় বাড়ে বল মাদক ছেড়ে খেলতে চল

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস

২৬ জুন, ২০১৫

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

26 June, 2015

আসুন, আমরা মাদকমুক্ত অর্থবহ জীবন, সমাজ
ও সত্তার বিকাশ নিশ্চিত করি।

LET'S DEVELOP
OUR LIVES
OUR COMMUNITIES
OUR IDENTITIES
WITHOUT DRUGS

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১২ আষাঢ় ১৪২২
২৬ জুন ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার সভ্যতার জন্য বড় অন্তরায়। নিত্য নতুন মাদকের আবির্ভাব এবং এর বহুমাত্রিক ব্যবহারে মাদক সমস্যা আরো জটিলতর হচ্ছে। বলাবাহুল্য দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে বিপথগামী হচ্ছে। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত পারিবারিক শান্তি, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও মাদকের অপব্যবহার থেকে মুক্ত নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের পাশাপাশি মাদকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা বর্তমানে সময়ের দাবী। এ আন্দোলনে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, খেলোয়াড় ও ক্রীড়াব্যক্তিত্বসহ সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার বিবেকবান নাগরিককে অবদান রাখার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্বাস করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

আমি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আসাদুজ্জামান খাঁন এম,পি
প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বিশ্বকে মাদকদ্রব্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সভ্যতার গতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৭ সালের ৪২তম অধিবেশনে প্রতি বছর ২৬ জুনকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ তখন থেকেই বিশ্বের প্রতিটি দেশের সঙ্গে এ দিবসটি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন করেছে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাই এ দিবসটির মূল লক্ষ্য।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আমাদের কাজ করতে হবে। বাংলাদেশকে মাদকমুক্ত করার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ ছাড়াও প্রয়োজন মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি। এক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের তথা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের; বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারি সংস্থাসমূহের, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও তাদের সহযোগী সংস্থাসমূহের, বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়া'র এবং সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় মাদকমুক্ত দেশ গড়ার ব্রত গ্রহণ করতে হবে এবং পারিবারিক অনুশাসন দৃঢ়করণ, ধর্মীয় চেতনা জাগরণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার প্রতি সবাইকে যত্নবান হতে হবে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে এ ভয়াবহ সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার এবং দলমত নির্বিশেষে জনসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে আসুন আমরা সকলে আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে একযোগে কাজ করি।

আমি এ দিবসের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি)

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান সমস্যা আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। ধনী দরিদ্র, উন্নত-উন্নয়নশীল কোন দেশই মাদক-সন্ত্রাস থেকে মুক্ত নয়। মাদককে ঘিরে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তাকে নিবারণ করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ছে। বিশ্বব্যাপী মাদকের চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস, ক্ষতিহ্রাস, সামাজিক আন্দোলন, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, নানা রকম প্রচার-প্রচারণা, এমনকি মাদক সমস্যাসংকুল জনগণের জন্য নানা রকম প্রণোদনামূলক ও বিকল্প জীবন জীবিকার কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালনে যে সব কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে তা বিশ্বব্যাপী মাদক বিরোধী কর্মযজ্ঞেরই একটি অংশ। কিন্তু বছরে একটি দিন এমন কর্মযজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কোন আশানুরূপ ফল অর্জিত হবে না। এজন্য এ দিবসের চেতনাকে সারা বছর লালন করে তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। মাদক নিজে যেমন একটি সমস্যা তেমনি অন্য বহু সমস্যার সূতিকাগার। এ সমস্যার সাথে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, উৎপাদনমুখিতা এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনাচরণ জড়িত। মাদক নির্মূল প্রয়াসের সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে।

মাদককে বলা হয় একটি সামাজিক সমস্যা। কাজেই সমাজের সামগ্রিক ও পরিকল্পিত উন্নয়ন ছাড়া সমাজ থেকে মাদক নির্মূল কোনভাবেই সম্ভব নয়। মাদক সমস্যার বহুমুখীতা ও বহুমাত্রিকতার কারণে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ বিশেষ জরুরী। মাদক বিরোধী আন্দোলনকে পরিবার, ব্যক্তি পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে না পারলে এ ক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা আসবে না। ২৬ শে জুন ২০১৫ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যে সব কর্মসূচি গ্রহণ করছে তা মাদকবিরোধী আন্দোলনে সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তি পর্যায়ের সকল জনগণকে সম্পৃক্ত করার একটি মহৎ প্রয়াস বলে আমি মনে করি।

আমি এ দিবসের সকল কর্মসূচির সার্বজনীন সাফল্য কামনা করি।

(ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান)
সিনিয়র সচিব

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম

সূচনা: মাদক সমস্যা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিশ্বের কোন দেশ এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। মাদকাসক্তি ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতি করার পাশাপাশি তার জীবনের সকল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়। যুব সমাজ দেশ ও জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং সৃজনশীল পথের দিশারী হলেও আমাদের যুব সমাজের একাংশ আজ মাদকাসক্তির করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে জড়িয়ে পড়ছে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে। বস্তুত এ ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়। বলা বাহুল্য, যে পরিবারের একজন মাদকাসক্ত রয়েছে, সে পরিবারে দুঃখ দুর্দশার সীমা নেই। দেশের মাদক অপরাধদমনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাদক সমস্যা সমাধানের জন্য আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকবিরোধী ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষাপট ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীন। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নারকটিকস এন্ড লিকার পরিদপ্তরের মূল লক্ষ্য ছিল দেশে উৎপাদিত মাদকদ্রব্য থেকে রাজস্ব আদায় করা। আশির দশকে সারা বিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশে এ সমস্যা মোকাবেলায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে ১৯৯০ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অধিদপ্তরের ভিশন: মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া

অধিদপ্তরের মিশন: দেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ রোধ, ঔষধ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার্য বৈধ মাদকের আমদানি, পরিবহন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যের সঠিক পরীক্ষণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় কর্মসম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাংবিধানিক ভিত্তি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮-তে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি নিম্নরূপে বিবৃত আছে: "আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত ৩টি দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা:
(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction) (খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) (গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)
নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

মানুষের বিবেক, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পর্যায়ে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা হ্রাস করার ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা নিরলসভাবে কাজ করছে।
চলমান কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:
*মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, শ্রেণিবক্তৃতা, মত বিনিময়, মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি। * মাদক বিরোধী কর্মকান্ডে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনসমূহের তালিকাভুক্তিকরণ, তাদের কাজের সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৭২টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেছে। * মাদক বিরোধী পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট, বুলেটিন, স্যুভেনির, পুস্তিকা, গবেষণাপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রস্তুত, প্রকাশনা ও বিতরণ করে আপামর জনসাধারণকে মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার করা। * প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। * সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা। * মাদকদ্রব্যের উপর স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠান ও যোগাযোগ এবং বিদ্যমান মাদক সমস্যার উপর সময়ে সময়ে রিপোর্ট প্রণয়ন ও সরকারকে অবহিতকরণ।

সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

দেশে মাদকদ্রব্যের সরবরাহ হ্রাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি নোডাল এজেন্সি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অপারেশনস্ অধিশাখা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্যের সরবরাহ হ্রাসের ক্ষেত্রে অপারেশনস্ অধিশাখার তত্ত্বাবধানে সারাদেশে অধিদপ্তরের উপ অঞ্চল, গোয়েন্দা অঞ্চল এবং সার্কেল পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:
*দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন। * মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, তল্লাশী, গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজু, অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচার কার্যে সহায়তা। *মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। * মনিটরিং ও পরিদর্শন * মাদক ও মাদক জাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs) * ইউএনওডিসি, আইএনসিবি, সার্ক, কলম্বো প্লানসহ সকল আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ, মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় ও কাজের সমন্বয় সাধন। * দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন। * মাদক অপরাধ দমন ও গোয়েন্দা কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান। * মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ।

সারাদেশের মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের বিপজ্জনক স্পটগুলো চিহ্নিত করে সেসব স্থান থেকে মাদক ব্যবসা উৎখাত করার লক্ষ্যে ৪টি অঞ্চল, ২৫টি উপ অঞ্চল, ২৫টি রেঞ্জ, ১০৯ টি সার্কেল ও ৪টি গোয়েন্দা অঞ্চলের মাধ্যমে নিরন্তর অভিযান পরিচালনা করে নিয়মিত অবৈধ মাদকদ্রব্য আটক, অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের সম্মুখীন করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্ট গার্ড সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, স্টিমারে, লঞ্চে, ট্রাকে বা অন্য কোন যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহন হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে মায়ানমার থেকে ইয়াবা পাচার রোধকরার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে টেকনাফে একটি নতুন সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম মেট্রো উপঅঞ্চল এবং চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের সমন্বয়ে বিশেষ টীম গঠন করে ইয়াবার অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত মার্চ/২০১৪ হতে ৩১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলা এবং ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন মাদকপ্রবণ এলাকায় বিশেষ টিম গঠনপূর্বক অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও ঢাকা মহানগরীতে বিশেষ টিম গঠনপূর্বক মাদকপ্রবণ এলাকায় বিগত ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ২৩০ টি স্পটে অভিযান পরিচালনা করে ৪০ জন মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ৩০ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০১৪ সালে সকল আইন প্রয়োগ কারী সংস্থা কর্তৃক ৬২,০৮০ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৫১,৮০১ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ১২,৫৯০ জন আসামীর বিরুদ্ধে ১১,৭২৩ টি মামলা দায়ের করেছে। একই সময়ে বিভিন্ন আদালত কর্তৃক ২০০৯ টি মামলায় ১১৭৫ জন আসামীকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৭,৯৪৮ টি মামলায় ৮,৩২০ জন আসামীকে তাৎক্ষণিক সাজাপ্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ২০১১-২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আটককৃত মাদকদ্রব্যের পরিসংখ্যান দেয়া হ'ল :

অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১১-২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে আটক উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য

বছর	কোডিন (ফেন্সিডিল বোতল)	হেরোইন (কেজি)	বিদেশী মদ (বোতল)	গাঁজা (কেজি) গাঁজা গাছ (টি)	ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল	মেথামফিটামিন (ইয়াবা) টি
১	৩	৫	৭	৯	১১	১৩
২০১১	৩০,৪২২ বোতল	৮.০৯২ কেজি	৬,০৭৭	৪৫১৮ কেজি ৬০২ টি	১২,৭৬২ এ্যাম্পুল	৭৫,৮৫৭ টি
২০১২	৫০,২৬৮ বোতল	১১.০৩৩ কেজি	৩,৪২৮	২২৩৭ কেজি ১৭৮ টি	১৯,০৭৩ এ্যাম্পুল	১,২৪,৩২০ টি
২০১৩	৬৪,৫৯২ বোতল কোকেন-০৩ কেজি	১০.৬২১ কেজি	১,৬০৯	৩,১৫৯ কেজি ২২২ টি	৯,৯৪২ এ্যাম্পুল	১,৫৩,০৯৬ টি
২০১৪	৩২,৯৯০ বোতল	০৯.৫১ কেজি	১০,৯৫৭	৪,৫৫১ কেজি ৩৮৯ টি	৯,৩০১ এ্যাম্পুল	৬,৭৬,১৪৩ টি

ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ধারা ১৫, ১৬ ও ৪৮ এবং একই আইনের আওতায় প্রণীত "বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা ২০০৫" এর অধীন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পরামর্শ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:
*মাদকাসক্তদের চিহ্নিতকরণ ও তালিকাভুক্ত করা *নিরাময় কেন্দ্রসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করা * বিভিন্ন হাসপাতালে পরিচালিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা * ডিটক্সিফিকেশন, ওএসটি প্রোগ্রাম * বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের তালিকাভুক্তি এবং লাইসেন্স প্রদান, সমন্বয় ও তদারকি।

সরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রমের তথ্যাবলী

*কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও ঢাকা।
মোট শয্যা সংখ্যা -৪০ (পেয়িং ও নন-পেয়িং)। নন-পেয়িং শয্যা সংখ্যা-২৫ ও পেয়িং শয্যা সংখ্যা-১৫।
* সরকারি পর্যায়ে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ৫ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (পেয়িং ও নন-পেয়িং) পরিচালিত হচ্ছে।
* কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বিদ্যমান হাসপাতালসমূহকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করে মাদকাসক্ত কারাবন্দীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
* সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে পথ্য রেট ৭৫ টাকা হতে ১২৫ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রমের তথ্যাবলী

*এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে ২৬ টি জেলায় মোট ১১৮টি মাদকাসক্তি নিরাময়, পুনর্বাসন ও পরামর্শ কেন্দ্রকে অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এনজিও পর্যায়ে ১২ টি এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ১০৬ টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
*যে সকল জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে এখনও কোন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি সেসব জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। * যে সকল জেলায় বেসরকারিভাবে স্থাপিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র লাইসেন্সবিহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। * বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে বিদ্যমান লাইসেন্স ফি সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকার স্থলে ৩০ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকার স্থলে ২ হাজার টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

*কলম্বো প্লানের সহায়তায় ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ১৪ জন এডিকশন প্রফেশনালকে "জাতীয় মাস্টার ট্রেইনার" হিসেবে তৈরীর নিমিত্তে কারিকুলাম ১ ও ২ এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। * ১ম পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাতীয় মাস্টার ট্রেইনারদের ২য় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অতি শীঘ্র থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে। * মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাতীয় মাস্টার ট্রেইনারগণ ২০১৪-২০১৫ সালে বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত ৮৯টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কর্মরত এডিকশন প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। * বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত এডিকশন প্রফেশনালদের শিক্ষার মানোন্নয়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, র‌্যাব, কাস্টম্‌স ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আটক মাদকদ্রব্য এবং দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষার নিমিত্তে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার রয়েছে। ২০১৪ সালে অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদক সংক্রান্ত মামলার আলামতের ৩৭, ৮৮২ টি পরীক্ষণ রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে যার মধ্যে পজেটিভ রিপোর্টের সংখ্যা ৩৭,৮৭১ টি এবং নেগেটিভ রিপোর্ট ১১ টি।

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

দেশে মাদক সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে মাদক বিরোধী কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এ বোর্ডের চেয়ারপার্সন। ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী, ২ জন সচিব, ৫ জন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ বোর্ডের সদস্য। বোর্ডের মূল কাজ দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান রোধ এবং মাদক বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নীতিমালা তৈরী ও তা বাস্তবায়নে অধিদপ্তরকে দিক নির্দেশনা দান।

অধিদপ্তরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসাব

অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে দেশী মদ, দেশে তৈরি বিলাতি মদ, ডিনেচার্ড স্পিরিট, রেক্টিফাইড স্পিরিট ও বিভিন্ন লাইসেন্স/পারমিট ফি থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস্ এর আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তর বর্তমানে বার্ষিক ৭৫ কোটি টাকার বেশী রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে।

১ এর কলামে দেখুন

কনভেনশন

বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও সার্ক কনভেনশন স্বারকারী দেশ :
(1) Single Convention on Narcotic Drugs, 1961,(2) Convention on Psychotropic Substances, 1971,(3) UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, (4) SAARC Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1990

বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহযোগিতা

ভারত-বাংলাদেশ: ২০০৬ সালে স্বাক্ষরিত মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির অধীনে ইতোমধ্যে উভয় দেশের নোডাল এজেন্সীর মহাপরিচালক পর্যায়ে দ্বি-পাক্ষিক ৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ চতুর্থ বৈঠক ২২-২৩ মার্চ ২০১৫ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বাংলাদেশ-মায়ানমার: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে মায়ানমার - বাংলাদেশ এর মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় উভয় দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম বৈঠক ১৫-১৭ নভেম্বর ২০১১ ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক সভা ০৫-০৬ মে ২০১৫ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।
কোরিয়া-বাংলাদেশ: ২০১৩ সালে The Supreme Prosecutors' Office(SPO), Republic of Korea Gi Narcotics Division বাংলাদেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করলে বাংলাদেশ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করায় ইতোমধ্যে উভয় দেশের দুই নোডাল এজেন্সীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে তারা অত্র অধিদপ্তরের সক্ষমতার উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তি ও লজিস্টিক সরবরাহ ও কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরের পর্যায়ে রয়েছে। এটি সম্পন্ন হলে দু'দেশের মধ্যে মাদক চোরাচালান সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো উন্নত হবে।

দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক

দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি

*১৯৯৪ সালে মায়ানমারের সাথে * ১৯৯৫ সালে ইরানের সাথে * ২০০৬ সালে ভারতের সাথে * ২০১৩ সালে নয়াদিল্লীস্থ যুক্তরাষ্ট্রের DEA অফিসের সাথে সম্পাদিত হয়েছে।
সমঝোতা স্মারক :১৯৯৫ সালে ইরানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সকল চুক্তি / সমঝোতা স্মারকের অধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী মাদক চোরাচালান ও মাদকের অপব্যবহার বিরোধী দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদান করা হয়।

অধিদপ্তরের অর্জিত সফলতাসমূহ:

বর্তমান সরকার মাদক প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করায় এবং অধিদপ্তরের সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অধিদপ্তরের নিম্নরূপ সফলতা এসেছে:
* মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীদের পোশাক ও পোশাক সামগ্রী প্রদান * লাইসেন্স ও পারমিট ফিস বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন * ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসকে 'গ' শ্রেণি থেকে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীতকরণ * সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও জনবল বৃদ্ধি * টিওএন্ডইতে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ০১(এক)টি এ্যাম্বুলেন্স অন্তর্ভুক্ত ও ০১ (এক)টি গাড়ী চালকের পদ সৃজনকরণ ও চট্টগ্রম ও ঢাকা উপঅঞ্চলের একটি করে গাড়ী ও গাড়ী চালোকের পদ সৃজন * গাজীপুর সার্কেলের ক্রাউন বেভারেজ লিঃ এর রাজস্ব খাতে ০৪ (চার)টি পদ সৃজন * ওয়াকিটকি ক্রয়ের অনুমতিসহ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন * বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ * ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু * কীটবক্স প্রদান * যানবাহন ক্রয় * টেকনাফ অস্থায়ী সার্কেল স্থাপন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে চ্যালেঞ্জসমূহ

১) এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা নিরস্ত্র অবস্থায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমাজের অন্যতম দুর্ধর্ষ ও সশস্ত্র মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২) প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে মাদক অপরাধের মত মারাত্মক একটি অপরাধ মোকাবেলায় এ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্টের জন্য জনবল মাত্র প্রায় ৭০০ জনের মত। এতে প্রতি ২,২৮,৫০০ জনের বিপরীতে ১জন মাত্র মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মচারী। কাজেই এত স্বল্প জনবল নিয়ে মাদকের মত একটি বিশাল ও আন্তর্জাতিক সমস্যাকে মোকাবেলা করা এ অধিদপ্তরের জন্য সত্যি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ৩) মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের কালো টাকার প্রভাবে সারা বিশ্বের রাজনীতি, সমাজ, প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে পরাক্রমশালী মাদক ব্যবসায়ীদের প্রভাব ও প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করা একটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ৪) মাদক অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাত্ত্বিক এবং পেশা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন। এ অধিদপ্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মধ্যে এসব জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। ৫) মাদক নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসের বহুমুখী ও বিচিত্র কাজে প্রায় ১১টি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লেষ রয়েছে। অধিদপ্তরের অল্পসংখ্যক জনবল নিয়ে নিষ্ঠার সাথে সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ

(১) আইনগত দুর্বলতা, (২) বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, (৩) আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতুলতা এবং প্রযুক্তি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, (৪) বাংলাদেশের জনসাধারণের অসচেতনতা এবং মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে না পারা, (৫) নতুন নতুন সিনথেটিক ও সেমি-সিনথেটিক জাতীয় ড্রাগস্ (ইয়াবা, কিটামিন) এর আবির্ভাব, (৬) ড্রাগ ডিটেকশন যন্ত্রপাতি, অপরাধীদের ব্যবহৃত মোবাইলসমূহ ট্রাকিং এবং অপরাধ দমন কাজে যানবাহনের অভাব এবং (৭) বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধ একটি চ্যালেঞ্জ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আষাঢ় ১৪২২
২৬ জুন ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ জুন ২০১৫ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বর্তমানে একটি বৈশ্বিক সমস্যা। মাদকের চোরাচালান ও অপব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্য, আইন শৃঙ্খলা ও দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। আমাদের সরকার মাদকের করাল গ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে এ সংক্রান্ত আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করেছে। মাদক বিরোধী প্রচার-প্রচারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

মাদকাসক্তির প্রধান শিকার তরুণ ও যুব সমাজ। নেশার কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ তরুণ কর্মশক্তি, মেধা ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে, যা যে কোন দেশ ও জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সুস্থ ও সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ, মা-বাবা, আত্মীয় স্বজনের দায়িত্বশীল আচরণ, যত্ন, সহানুভূতি এবং ধর্মীয় অনুশাসন মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করতে পারে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মাদকের অবাধ বিস্তার রোধে মাদক বিরোধী আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি মাদক নিরোধ-শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি এবং ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

আমি মাদক সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, পিতা-মাতা, অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি এ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

টিপু মুন্‌শি এমপি
সভাপতি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
২২ রংপুর ৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০১৫ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। চরিত্রগত দিক থেকে এ সমস্যাটি বহুমাত্রিক। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বিশ্বের কোন দেশই আজ মাদক সমস্যার ভয়াবহতা থেকে মুক্ত নয়। মাদক সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব নিজে মর্মমূলে অনুধাবন করা এবং ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা এই দিবস পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমকালীন বাস্তবতার আলোকে আন্তর্জাতিকভাবে মাদকের অবৈধ পাচার ও অপব্যবহার প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশেও দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে মাদকবিরোধী ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে এদেশের যুব সমাজের কাঙ্ক্ষিত মেধাবিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি মাদকের অপব্যবহার জনস্বাস্থ্য, শিক্ষাব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলাসহ সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। তরুণ সমাজের একটি অংশ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ায় তারা জড়িয়ে পড়ছে নানাবিধ অপরাধমূলক অসামাজিক কর্মকাণ্ডে যা কোনভাবেই কাম্য নয়। মাদকের অশুভ প্রভাব থেকে যুবসমাজকে বাঁচাতে হলে মাদকমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি মাদক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে ঘরে ঘরে পারিবারিক অনুশাসন, ধর্মীয় চেতনার জাগরণ এবং আদর্শ মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবাইকে স্বপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের কল্যাণে এবং ভবিষ্যৎ প্রজম্মকে মাদকমুক্ত একটি সমৃদ্ধ সমাজ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে আসুন আমরা সকলে মিলে একযোগে কাজ করি।

আমি আশা করি, সকলের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ে তুলে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে আমরা সক্ষম হবো।
আমি দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

টিপু মুন্‌শি

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আষাঢ় ১৪২২
২৬ জুন ২০১৫

বাণী

আজ ২৬ জুন, ২০১৫ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধকল্পে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং গণজাগরণের মাধ্যমে মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে বেগবান করাই এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। জাতিসংঘ ঘোষিত দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Let's develop our lives, our communities, our identities without drugs' (আসুন, আমরা মাদকমুক্ত অর্থবহ জীবন, সমাজ ও সত্তার বিকাশ নিশ্চিত করি)।

মাদকাসক্তি বর্তমান সময়ের এক জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এটি একটি বিশ্বজনীন সামাজিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বলাবাহুল্য, মাদকাসক্তির আগ্রাসন ব্যক্তি জীবনকে করছে বিপর্যস্ত, পরিবার ও সামাজিক প্রতিবেশ-পরিবেশে যুক্ত করছে অনাকাঙ্ক্ষিত অস্থিরতা। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ও দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের একাংশ আজ মাদক ঝুঁকির কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সকল সুস্থ ও বোধসম্পন্ন বিবেকবান মানুষ মাদকের কবল থেকে পরিত্রাণ কামনা করছে। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে সরকারের নোডাল এজেন্সি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক বাস্তবতা হলো-কেবলমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মাদক প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় আইন প্রয়োগের পাশাপাশি মাদকের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সবাইকে উদ্বুদ্ধ ও সংবেদনশীল করার মাধ্যমে মাদকবিরোধী আন্দোলনে সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বপ্রণোদিত ও অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সময়েরই দাবী। আজকের এই দিবস পালন মূলত:সেই প্রচেষ্টারই স্মারক চিহ্ন।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশে মাদকাসক্তিমুক্ত, সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধ কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য সরকার ইতোপূর্বে প্রণীত আইন ও বিধিবিধান যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই সাথে সরকারি ও বেসরকারি সকল সংস্থার সমস্ত মাদকবিরোধী প্রয়াসের সুষ্ঠু সমন্বয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যত বংশধরদের নিরাপত্তা ও সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ নিতে হবে। অত:পর উচ্চারিত হোক - নতুন প্রজন্মের জন্য যুগপৎ মাদকমুক্ত এক সুন্দর বাংলাদেশ ও সমৃদ্ধ আগামী গড়ার দীপ্ত অঙ্গীকার।

আমি এ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি।

(মো: বজলুর রহমান)

মাদক সমস্যা সমাধানে করণীয়

অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমাজকে মাদকমুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্যার মাঝেও প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘ সফলতা রয়েছে। তথাপি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সফলতার উত্তরণ ঘটেছে এমন দাবী যুক্তিসংগত হবে না। আজও সমাজের নানাবিধ সমস্যার অন্যতম মাদক সমস্যা। যার অভিশাপ থেকে যুব সমাজ মুক্ত হতে পারছে না। এর থেকে উত্তরণের জন্য করণীয় বিষয়াদি:
১)মাদক ব্যবসায়ীরা সশস্ত্র ও সমাজের প্রভাবশালী, তাদের তুলনায় অধিদপ্তরের যেমন প্রশিক্ষিত জনবলের স্বল্পতা রয়েছে তেমনি তারা নিরস্ত্রও। ২) মাদক ব্যবসায়ী ও তাদের সহযোগীরা মাদকের অবৈধ পাচারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও অধিদপ্তরের সে সুযোগ এখনও তেমন সৃষ্টি করা যায়নি। এজন্য আধুনিক ড্রাগ ডিটেকটিং ডিভাইস ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ জরুরী। ৩) জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা হলেও আজও এ কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। এখানে শহরে ও গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যারা অবস্থান করেন বিশেষ করে কমিউনিটি লিডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী। ৪) সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোকে খবরের পূর্বে ১০-১৫ সেকেন্ডের একটি শুট মাদকের অপকারিতা প্রচারে উদ্বুদ্ধ করা। ৫) মাদক ব্যবসা ও মাদকপ্রবণ এলাকায় মাদকবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীতে রাজনৈতিক নেতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী। ৬) মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্য প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। ৭) বর্তমানে মাদকের প্রভাব গ্রামমুখী হয়েছে। এর উত্তরণের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা সময়ের দাবী।

উপসংহার

মাদক সমস্যা কেবল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা। কোন একক সংস্থার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। এজন্য সরকারি, বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পূর্নবাসনের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করছে তা আরো কার্যকর ও ফলপ্রসু করতে এর প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধিসহ লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। একটি মাদকমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও মাদকমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় আসুন, আমরা সবাই অংশ গ্রহণ করি এবং সমন্বিতভাবে কাজ করি।

মো: বজলুর রহমান
মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

Courtesy-
SQUARE PHARMACEUTICALS LTD.
AWARDED Superbrands BANGLADESH
SQUARE